



84089 - জনকৈ ময়ে এক লোককে ভালবাসে এবং সে লোক তার সাথে বড়োতে যাওয়ার অনুরোধ করছে; এখন সে কী করবে?

প্রশ্ন

আমি আপনার সাহায্য চাচ্ছি। আমি এক যুবককে ভালবাসি। সে যুবক অনুরোধ করছে আমি যিনি তার সাথে বড়োতে বেরে হই। কিন্তু, আমি জানি না—আমি তাকে কী বলব? আমি পরেশোনতি আছি। আমি সাহায্য চাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

তুমি এ কাজটি করার আগে আমাদের সহযোগিতা চাওয়ায় আমরা খুব খুশি হয়েছি। আমরা আমাদের ময়ে ও বোনরে ব্যাপার হলে যা পছন্দ করতাম তোমার ক্ষেত্রেও ঠিকি তাই-ই পছন্দ করব। তুমি সবচেয়ে মূল্যবান যা কছির মালকি সটোকের সংরক্ষণ কর। ভালবাসার নামে বা মানসকি প্রশান্তির নামে শয়তান তোমাকে ধোকা দেওয়া থেকে সতর্ক হও।

প্রিয় বোন, আমরা খুবই খুশি হব— যদি তুমি নিয়মতি নামায আদায় কর, হজিব পরধান কর, সচ্চরতির ও লজ্জাশীলতায় ভূষতি হও, ইসলাম-ধর্ম মনে চল; যে ধর্ম এসছে মানুষেরে মর্যাদা সমুন্নত করত ও মানবাত্মাকে পুত-পবতির করত।

তুমি যদি এমন না হও সটো আমাদের কাছে খুবই খারাপ লাগবে। আমাদের কাছে খারাপ লাগবে— যদি শয়তান তোমাকে ধ্বংসেরে দকি নিয়ে যায়; যদি তুমি হও জবাই-এর পশুর মত, যাকে মৃত্যুর দকি টেনে নেওয়া হচ্ছে; অথচ সে বুঝতে পারছে না!!

এটা কোন ঠাট্টা-মশকরা নয়; সরিয়াস কথা। তুমি ছাড়াও আরও অনেকে ময়ে এ পথে চলছে; শেষে পরণিতি ছিলি— বদেনাদায়ক এবং তারা অনুতপ্ত হয়েছিলে। কিন্তু, সময় পার হয়ে যাওয়ার পর। যখন অনুতপ্ত হয়ে কোন লাভ নাই। তুমি এ ওয়েবসাইটে এ ধরণেরে অনেকে ঘটনা পাবে। সে সব ঘটনা তোমার জন্য শিক্ষণীয়। সাবধান! তুমি যিনি অন্যদেরে শিক্ষার পাত্র না হন।

দুই:

কোন নারীর জন্য বগোনা কোন পুরুষেরে সাথে সম্পর্ক করা জায়যে নয়। এমনকি তাদেরে দু'জনরে বয়িরে নয়িত থাকলে তবুও।



কেননা আল্লাহ তাআলা বগোনা নারীর সাথে নভিত্তে অবস্থান করা, মুসাফাহা করা ও দৃষ্টপিত করা হারাম করছেন; কবেলমাত্র বয়িরে পাতরী দখে ও সাক্ষ্যদানরে মত প্রয়োজন ছাড়া। সাজগোজ করে বেপের্দা হয়ে বরে হওয়া নারীর উপর হারাম করছেন। গাইরে মাহরাম পুরুষদরে সামনে সতর খোলা, তাদরে মাঝে সুগন্ধমিখে বরে হওয়া ও তাদরে সাথে কামেল সুরে কথা বলা হারাম করছেন। এসব কর্ম হারাম হওয়া কুরআন-সুন্নাহর দললিরে ভিত্তিতে সুবাদিতি। এ বধিনগুলারে আওতা থেকে কাউকে বাদ দেওয়া হয়নি। এমনকি কটে বয়িরে সংকল্প করলে তাকেও নয়; বয়িরে প্রস্তাবকারী পাত্রকেও নয়। কেননা বয়িরে আকদ (চুক্তি) হওয়ার আগ পর্যন্ত বয়িরে প্রস্তাবকারী ছলেও বগোনা পুরুষ।

১। কোন বগোনা নারীর সাথে কোন পুরুষরে নভিত্তে অবস্থান করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে; এমনকি সে ব্যক্তি বয়িরে প্রস্তাবকারী হলেও; হাদসিএ এসছে যে ইমাম বুখারী (৩০০৬) ও ইমাম মুসলিম (১৩৪১) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করছেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছেন যে, তিনি বলেন: “অবশ্যই কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে নভিত্তে একত্রিত হবে না”।

তিনি আরও বলেন: “সাবধান! কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে নভিত্তে একত্রিত হবে না; যদি হয় সেখনে শয়তানই থাকে তৃতীয় ব্যক্তি।”[সুনাতে তরিমযি (২১৬৫); শাইখ আলবানী ‘সহিহু তরিমযি’ গ্রন্থে হাদসিটিকে সহি বলছেন]

২। কোন পুরুষ কোন নারীর দকি তাকানো হারাম হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার বাণীতে উদ্ধৃত হয়েছে যে: “মুমনিদেরকে বলুন, তারা যেনে তাদরে দৃষ্টি নত রাখে, লজ্জাস্থানকে হফোযতে রাখে। এটাই তাদরে পবিত্র থাকার জন্য অধিকতর সহায়ক। তারা যা কিছু করে আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহতি।”[সূরা নূর, আয়াত: ৩০]

জাররি বনি আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হঠাৎ নজর পড়ে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করলে তিনি আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নয়ের নরিদশে দনে।[সহি মুসলিম (২১৫৯)]

হঠাৎ দৃষ্টি হচ্ছ— কোন নারীর ওপর অনচ্ছাকৃতভাবে চোখ পড়ে যাওয়া। যমেন কটে রাস্তার দকি তাকাত গিয়ে চোখে পড়ল।

পক্ষান্তরে, নারীর জন্য যতই কামনা ব্যতীত পুরুষরে দকি তাকানো জায়গে আছে; যদি এতে ফতিনা সৃষ্টির আশংকা না থাকে। যতই কামনা নিয়ে কথিবা ফতিনাগ্রস্ত হওয়ার ভয় থাকলে জায়গে নহে।

৩। বগোনা নারীর সাথে মুসাফাহা করা হারাম হওয়া সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, “তোমাদের কারো মাথায় লোহার শলাকা দিয়ে আঘাত করা হালাল নয় এমন নারীকে স্পর্শ করার চয়ে উত্তম।”[তাবারানী কর্তৃক বর্ণিত মা’কলি বনি ইয়াসার (রাঃ) এর হাদসি; আলবানী “সহিহুল জামে গ্রন্থে (৫০৪৫) হাদসিটিকে সহি বলছেন] এক্ষেত্রে নর-নারী উভয়ের গুনাহ সমান।



৪। নারীদের বপেদা হওয়া ও বগোনা পুরুষদের সামনে নজিরে সৌন্দর্য প্রকাশ করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “দুই শ্রমিকের লোক জাহান্নামী; যাদেরকে আমি আমার যুগে দেখে যাইনি। এক শ্রমিকের লোক, তারা এমন এক সম্প্রদায়, তাদের সাথে থাকবে গরুর লজের মত এক ধরনের চাবুক যা দিয়ে তারা মানুষকে প্রহার করবে। অপর শ্রমিক হল: কাপড় পরহিতি সত্বেও নগ্ন নারী; তারা পুরুষদেরকে আকৃষ্টকারী ও নজিরে তাদের প্রতি আকৃষ্ট। তাদের মাথা হবে বুখত শ্রমিকের উটেরে কুঁজের মত বাঁকা। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি জান্নাতের সুঘ্রাণও তারা পাবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ এত এত দূর থেকেও পাওয়া যাবে।” [মুসলিমি (২১২৮)]

বুখত হচ্ছে— লম্বা গলা বিশিষ্ট এক ধরনের উট।

৫। নারীরা এমনভাবে সুগন্ধি মখে বাহিরে বের হওয়া যত্ন করে সে সুগন্ধি বগোনা পুরুষদের নাকে লাগে— এটা হারাম হওয়া সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, “যে নারী সুগন্ধি লাগিয়ে কোন সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে গমন করে যত্ন করে তারা তার সুঘ্রাণ পায় সে নারী ব্যভিচারিনী।” [সুনানে নাসাঈ (৫১২৬), সুনানে আবু দাউদ (৪১৭৩), সুনানে তরিমিযি (২৭৮৬); আলবানী ‘সহিহুন নাসাঈ’ গ্রন্থে হাদিসটিকে হাসান বলছেন]

৬। কামলভাবে কথা বলা হারাম হওয়া প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হয়েছে আল্লাহর বাণী: “হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা তো অন্য কোন নারীর মত নও; যদি তোমরা তাকওয়ার উপর অবচল থাক। অতএব (অন্য লোকের সাথে) কামলভাবে কথা বলবে না; তাতে অন্তরে ব্যাধিগ্রস্ত কোন (পুরুষ) লোক প্রলুব্ধ হতে পারে। তোমরা স্বাভাবিকভাবে কথা বলবে।” [সূরা আহযাব, আয়াত: ৩২] যদি উম্মুল মুমিনীনদের ব্যাপারে এ বধিান হয় তাহলে অন্যদের জন্য এ বধিান প্রযোজ্য হওয়া আরও অধিক যুক্তযুক্ত।

তনি:

পুরুষ ও বগোনা নারীর মাঝে যে সম্পর্কটাকে ভালবাসা বলা হয় সেটা উল্লেখিত এ হারাম কাজগুলো এবং এগুলোর চয়েও জঘন্য হারাম থেকে মুক্ত নয়; যদি এর সবগুলো একত্রিত নাও হয়।

তোমার উপর ওয়াজবি হল— আল্লাহর কাছে তওবা করা এবং তাঁর অসন্তুষ্ট ও প্রতশোধ গ্রহণ থেকে সতর্ক হওয়া। অবলিম্বে এ যুবকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা। তার সাথে সাক্ষাতের চিন্তাই বাদ দাও। তার সাথে বড়োতে যাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কর। বরং তুমি চূড়ান্তভাবে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কর। তার সাথে তোমার অন্তরে সম্পৃক্ত হওয়াটাই অঘটনের সূচনা। এটি শয়তানের ক্রমাগত প্ররোচনা। তুমি তাকে দেখেছে, তার সাথে কথা বলছে। এভাবে তোমার অন্তরে তার প্রতি ভালবাসা জন্মছে। কিন্তু, তার সাথে কথা বলা অব্যাহত রাখা বা বড়োতে যাওয়ার মাধ্যমে এটাকে আর বাড়তে দিও না।

জনে রাখ, অধিকাংশ অঘটন কষুদ্র পরসিরে শুরু হয়। এক পর্যায়ে এমন আকার ধারণ করে যা কল্পনায়ও ছিল না। কত ময়ে



নজিরে ব্যাপারে মাত্রাতরিকিত আস্থাবান ছলি এবং আস্থাবান ছলি য়ে, ছলেটে তার কছি করবো না। ফলাফলে সে ময়ে তার সবকছি হারিয়ে ফলে! এরপর হায়নো ছলেটে ময়েটেকিে বয়ে করার য়ে প্রতশিরুতি ও আশা দয়েছলি সেটো থকেও নজিকে গুটিয়ে নেয়ে। কারণ ময়েটে এখন আর তার উপযুক্ত নয়। ময়েটে য়েহেতে একজন বগোনা যুবকরে সাথে সম্পৃক্ত হওয়াতে সাড়া দয়েছে সুতরাং এমন ময়েরে প্রতি আস্থা রাখা সুদূর পরাহত।

আমরা তোমরা কল্যাণ-কামনা ও ভাল চয়ে এ কথাগুলো বলছে। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যনে তোমাকে যাবতীয় অনষ্টি থকে হফোযত করনে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।